‘১৪ এপ্রিল থেকে সারা দেশে সর্বাত্মক লকডাউন’

আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার সকালে ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দেশে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার। সেই সঙ্গে বাড়ছে জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতা।

‘এমতাবস্থায় সরকার জনস্বার্থে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সক্রিয় চিন্তাভাবনা করছে।’

চলমান এক সপ্তাহের লকডাউনে জনগণের উদাসীন মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না বলেও জানান সেতুমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সরকার সারা দেশে এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে গত ৪ এপ্রিল। গত সোমবার সকাল ৬টা থেকে ‘লকডাউন’ শুরু হয়। আগামী ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত থাকবে এই ‘লকডাউন’।

তবে ‘লকডাউন’ বাড়বে কিনা এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আজ সেতুমন্ত্রী লকডাউন বাড়ানোর সেই ইঙ্গিতই দিলেন।

‘লকডাউনে’ গণপরিবহন ও শপিংমল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হলেও গত বুধবার শর্তসাপেক্ষে সরকার গণপরিবহনে চলাচলের অনুমোদন দেয়। আর আজ শুক্রবার থেকে শপিংমল ও দোকানপাট খোলা হয়েছে।

তবে ‘লকডাউন’ শুরুর পর থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি। সবার মধ্যে উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। এমনকি এসব দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্তরাও একরকম নির্বিকার। এ নিয়ে কারও যেন ‘মাথাব্যথা নেই।

ব্যাপকভাবে গণপরিবহন চলার কারণে অনেক রাস্তায় যানজট সৃষ্টি

হচ্ছে। বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছেন। কাঁচাবাজার, মহল্লার দোকানপাটসহ বিভিন্ন স্থানে মানুষের জটলা দেখা যাচ্ছে, সেখানে নেই কোনো সামাজিক দূরত্ব। মাস্কও পরেন না অনেকে।

কেমন হবে ‘সর্বাত্মক লকডাউন’?

সরকার আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে সর্বাত্মক লকডাউন দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় এবং জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

ঢিলেঢালা লকডাউনে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আর বর্তমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি আরও কয়েক সপ্তাহ অব্যাহত থাকলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি সূত্র।

তখন করোনায় আক্রান্ত বহু লোককেই ন্যূনতম চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে না।

তবে বর্তমানে চলমান লকডাউন আর সর্বাত্মক লকডাউনের মধ্যে পার্থক্য কী হবে? এখন যেভাবে লকডাউন চলছে, সর্বাত্মক লকডাউনের সময়ও কি একই পরিস্থিতি থাকবে? নাকি নিষেধাজ্ঞার আওতা বাড়বে?

এ নিয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, সর্বাত্মক লকডাউন বলতে যে চিন্তাটি করা হয়েছে সেটা হলো শুধু জরুরি সেবা ছাড়া আর কোনো কিছুই চলবে না। এখন যেমন কিছু কিছু বিষয়ে নমনীয়তা দেখানো হচ্ছে, সেটি হয়তো তখন আর করা হবে না।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের জনস্বাস্থ্যবিদেরাও এই পরামর্শ দিয়েছেন।

বর্তমানে যে লকডাউন চলছে সেখানে সব ধরনের গণপরিবহন চলছে। বাজার, শপিং মল খোলা হয়েছে। অফিস–আদালত, ব্যাংক, বিমা সবকিছুই খোলা। বেসরকারি খাতের সবকিছুই খোলা। খোলা রয়েছে শিল্পকলকারখানা।

তবে ওষুধের দোকান, নিত্যপণ্যের দোকান জরুরি সেবার মধ্যেই পড়ে। তাই এগুলো সর্বাত্মক লকডাউনেও খোলা রাখা হবে।

তবে নিত্যপণ্যের দোকান খোলা রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হতে পারে। আর সরকারের অন্যান্য জরুরি সেবা হলো বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, ফায়ার সার্ভিস, টেলিফোন, স্বাস্থ্য, ত্রাণ বিতরণ, স্থলবন্দর, ইন্টারনেট, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আনা–নেওয়া ও এর সঙ্গে জড়িত অফিসগুলো।

শুক্রবার নিজের সরকারি বাসভবনে সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশে করোনা সংক্রমণ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার, সঙ্গে বাড়ছে জনগণের অবহেলা ও উদাসীনতা।

তিনি বলেন, এমতাবস্থায় চলমান এক সপ্তাহের লকডাউনে জনগণের উদাসীন মানসিকতার কোন পরিবর্তন না হওয়ায়, সরকার জনস্বার্থে আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা করছে।

আগের দিন করোনাভাইরাসে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭৪ মৃত্যুর সংবাদের পর মহামারি থেকে মানুষকে বাঁচাতে সামনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হতে পারে বলে সতর্ক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়তে থাকায় ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ১১ এপ্রিল রাত ১২টা পর্যন্ত সারাদেশে শপিং মল, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তারাঁসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি গণপরিবহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

বুধবার থেকে সিটি করপোরেশন এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা গণপরিবহন সেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত দেয় সরকার।

গত রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে ১১ দফা নিষেধাজ্ঞায় সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক জরুরি প্রয়োজনে সীমিত পরিসরে খোলা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে আরো ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, আজ নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ১ জন ও ২ জন গাংনী উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ৪৫ জনে। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
এ নিয়ে জেলায় প্রাপ্ত রির্পোট ৬ হাজার ২ শ ২৪ টি। মোট আক্রান্ত রোগীর মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭২০ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহর মল্লিকপাড়ার সাজুল ইসলাম (৪৯), গাংনী উপজেলা ঈদগাহ পাড়ার সোহানুর রহমান (২১), ভিটাপড়ার মিম (২৪)।
সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষক নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ি এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ব্যাটারীচালিত পাখিভ্যানের যাত্রী ইউসুফ হোসেন (৭০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
এসময় তাঁর স্ত্রী মঞ্জুরা বেগম (৬৩) ও শালিকা ফাহিমা খাতুন (৪০) আহত হন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত

ইউসুফ দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মৃত রবগুল হোসেনের ছেলে। পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজার থেকে পাখিভ্যানে করে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে যাচ্ছিলেন ইউসুফ হোসেন, তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা। পথে হিজলগাড়ি পৌঁছালে একটি মাইক্রোবাস (বগুড়া- চ-১১-০০১৭) পেছন থেকে পাখিভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন।
আহতদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন কৃষক ইউসুফ হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কলেরা স্যালাইন থাকলেও পাচ্ছেনা রোগীরা

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কলেরা স্যালাইন সরবরাহ থাকলেও পাচ্ছেনা রোগীরা। ডাইরিয়া আক্রান্ত রোগীরা কলেরা স্যালাইন না পেয়ে বিভিন্ন ফার্মেসী থেকে ক্রয় করে শরীরে পুশ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ রোগীদের। তবে স্টোর কিপার বলছেন কলেরা স্যালাইন আছে।

জানাগেছে, বৃহস্পতিবার সকালে আবু জায়েদ নামের এক ছয় মাসের শিশু ডাইরিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। তার শরীরে কলেরা স্যালাইন দিতে ব্যাবস্থাপত্র করেন। ব্যাবস্থাপত্র নিয়ে ওয়ার্ডে দায়িত্বরত নার্সকে দিলে তিনি কলেরা স্যালাইন সাপ্লাই নেই বলে ফার্মেসী থেকে কিনে আনতে বলেন। রোগীর মা অন্যের কাছে টাকা ধার করে স্যালাইন কিনে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোর কিপার দবীরউদ্দীন বলেন, কলেরা স্যালাইন সাপ্লাই আছে। নার্স তাদের ওয়ার্ডের চাহিদা অনুযায়ী তুলে রাখেন। সে দায়িত্ব নার্সদের। আমার সাথে চাহিদা দিলেই সাথে সাথে ওয়ার্ডে চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

তাছাড়া বর্তমানে সকল বয়সের মানুষের ডাইরিয়া হচ্ছে একটু বেশি করে চাহিদা দিলে রোগীরা হয়রানী তবেনা। ওই রোগীর সাথে যা হয়েছে তা

কিছুটা অবহেলা মাত্র।

গাংনী উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এমকে রেজা বলেন, হাসপাতা সরকারি ঔষধ থাকা সত্বেও নার্স যদি রোগীদের দিয়ে ওষুধ ক্রয়ে বাধ্য করেন তা ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

করোনার দ্বিতীয় ধাপেও থেমে নেই মেহেরপুর পৌরসভার মশক নিধন কার্যক্রম

করোনা পরিস্থিতিতে শহরের অন্য পরিষেবা যেন ব্যাহত না হয় তার জন্য এবার বিশেষ নজর দিচ্ছে মেহেরপুর পৌরসভা।

বিশেষত করোনার দ্বিতীয় দাপটের মধ্যেই শুরু হয়েছে। ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ডেঙ্গু মশক নিধন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

পর্যায়ক্রমে মা মশা নিধনে কীটনাশক স্প্রে এবং লার্ভা ধ্বংস করতে ফগার মেশিনের মাধ্যমে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে শহরের বিভিন্ন স্থানে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের মাহফুজুর রহমান রিটন পৌরসভা প্রাঙ্গনে মশক নিধনের ঔষুধ স্প্রে করে এর উদ্বোধন করেন।

এসময় পৌর মেয়র বলেন, কোনভাবেই যেন এডিস মশা এলাকায় বংশ বিস্তার করতে না পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্যে রাখা হয়েছে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথে সাথে ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এডিস মশার বংশবিস্তার অনেক বেড়ে যায়। যে কারণে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ডেঙ্গু নিধনে পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে মশক নিধনের ঔষধ স্প্রে চলমান রয়েছ।

এছাড়াও পৌর এলাকার প্রতিটি পাড়া, মহল্লা বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কারের জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আহবান জানান তিনি

আরও বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবেলা করার পাশাপাশি এডিস মশা (ডেঙ্গু) ধ্বংসে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমরা এই মশার প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাবো।

তাই আমাদের সবার উচিত নিজ নিজ উদ্যোগে বাসা-বাড়ি, বাসার আঙিনা ও এলাকার বিভিন্ন মাঠ-ময়দান-রাস্তা পরিষ্কার রাখা। বাড়ির অব্যবহৃত পাত্রে পানি জমতে না দেওয়া। যাতে করে আমরা একটা নিরাপদ এলাকায় থাকতে পারি।

এসময় জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান, কাউন্সিলর আল মামুন, নুরুল আশরাফ রাজিব, মীর জাহাঙ্গীর, পৌর কর্মকর্তাবৃন্দ কেন্দ্রীয় জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, সাইদুর রহমান উজ্জল, মাহাবুব হাসান ডালিম, আফজাল হোসেন লিখন, শেখ সারাফদ্দিন, কাজল শেখ সাজাহানসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে নারী ও শিশু সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, মাদক, বাল্যবিয়ে ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে ও উপজেলা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন কমিটির বাস্তবায়নে স্থানীয় উপজেলা অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাপান ইন্টারন্যাশনার কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন।

কর্মশালায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, মাদক, বাল্যবিয়ে ও

আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন, থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মঈন উদ্দীন, উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ শিলা বেগম, জাইকার উপজেলা প্রতিনিধি কামরুন্নাহার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি চেয়ারম্যান আঃ হান্নান, ইউপি সদস্য বিপ্লব, বিএম নাসির উদ্দীন সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কাজী ইমাম, অভিভাবক, সাংবাদিক এবং নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ।

কালীগঞ্জে পকেটে থাকা মোবাইল বিস্ফোরিত হয়ে যুবক দগ্ধ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামে পকেটে রাখা মোবাইল বিস্ফোরিত হয়ে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন সুজন হোসেন (২৬) নামে এক যুবক।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। অগ্নিদগ্ধ ওই যুবক উপজেলার চাপালী গ্রামের মৃত কলম আলীর ছেলে।

সুজন হোসেনের বন্ধু মোবারক হোসেন জানান, চাপালী স্কুল মাঠে বন্ধুরা সবাই আড্ডা দিচ্ছিলাম। এরপর হঠাৎ সুজনের তার পকেটে থাকা সিম্ফোনি বাটন ফোন বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে আগুন ধরে যায়।

এরপর পাশের দোকানে থাকা পানি দিয়ে আগুন লেভানো হয়। এরপর তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা. প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস জানান, হাটুর উপরে আগুনে দগ্ধ হয়ে এক যুবক হাসপাতালে এসেছেন। তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মেডিকেলে ভর্তির জন্য মেধাবী ছাত্রী রুহানীর পাশে ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার কুশনা গ্রামের দরিদ্র কৃষক রুহুল আমিনের মেয়ে মেধাবী ছাত্রী রুহানী আক্তারের মেডিকেলে ভর্তির জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জেলা পরিষদ।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা পরিষদের সচিব রেজা-ই রাফিন সরকার মেডিকেলে ভর্তির জন্য ১৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন রুহানীর হাতে। এসময় রুহানীর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পরিষদের সচিব রেজাই রাফিন সরকার বলেন, মেধাবী রুহানীর ভর্তির জন্য আপাতত ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আগামীতে তার পড়াশোনার জন্য জেলা পরিষদ সব সময় পাশে থাকবে।

উল্লেখ্য, কৃষক রুহুল আমিনের মেয়ে রুহানী আক্তার কোটচাঁদপরু সরকারী কে এম এইচ কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

ঝিনাইদহে কোভিট টিকা প্রদাণের দ্বিতীয় ডোজ শুরু

ঝিনাইদহে কোভিট-১৯ এর টিকার প্রদানের দ্বিতীয় ডোজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলা সদর হাসপাতালসহ ৬ উপজেলার নির্ধারিত টিকা কেন্দ্রগুলোতে টিকা প্রদাণ করা হচ্ছে।

সকালে জেলা সদর হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, প্রথম ডোজ প্রদাণের শুরুতে যারা টিকা গ্রহণ করেছিলেন তারা টিকা নিচ্ছেন। লাইনে দাড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে টিকা প্রদাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও নতুন টিকা গ্রহণকারীরাও রেজিষ্ট্রেশন করছেন।

সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহে ৪ হাজার ৮’শ এ্যাম্পুল টিকা এসেছে। প্রতি এ্যাম্পুলে ১০ জন করে সর্বমোট ৪৮ হাজার জন টিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

গতকাল বুধবারই জেলার অন্যান্য উপজেলায় টিকা পৌঁছানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একযোগে টিকা প্রদাণ শুরু করা হয়েছে। যতদিন টিকা থাকবে ততদিন আমরা টিকা প্রদাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

তিনি বলেন, প্রথম ডোজ নেওয়ার ২ মাস পর দ্বিতীয় ডোজের টিকা নিতে হবে। শুধু টিকা নিলেই হবে না স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করতে হবে।